কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৯তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৯তম সভা ১ আগষ্ট ২০১২ বেলা ০২.৩০ ঘটিকায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব এ এইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮তম সভা গত মার্চ ৬, ২০১২ ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর এপ্রিল ১০, ২০১২ ৪৭২(১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীর বিষয়ে অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের কোনরূপ মতামত বা মন্তব্য না থাকায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় মত প্রকাশ করেন।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক কারিগরি কমিটির ৬৮তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি
গত ৬ই মার্চ ২০১২ কারিগরি কমিটির ৬৮তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সদস্যবৃন্দকে অবগত করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বোরো ২০১১-১২ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহন।
বোরো/২০১১-২০১২ মৌসুমে ২৭টি হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর সর্বমোট ৫২ (১ম বর্ষ ২৯টি, ২য় বর্ষ ১৪টি এবং পুনঃ ট্রায়ালকৃত ৯টি) হাইব্রিড ধানের জাত দেশের ৬টি অঞ্চল যথা ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর এর অনষ্টেশন ও অনফার্মে মোট ১২টি লোকেশনে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ট্রায়াল সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উল্লিখিত ৫২টি জাত ৩টি সেটে বিভক্ত করে প্রত্যেক সেটে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের কম) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৮ এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিন বা তার বেশী) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৯ চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করে উল্লেখিত ৩টি সেটে যথাক্রমে A সেটে ১৯টি জাত (কোড নং এইচ-৭৮৪ থেকে এইচ-৮০২), B সেটে ১৯টি জাত (কোড নং এইচ-৮০৩ থেকে এইচ-৮২১), C সেটে ২০টি জাত (কোড নং এইচ-৮২২ থেকে এইচ-৮৪১) সর্বমোট ৫৮টি জাতের (চেকজাতসহ) ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক ট্রায়ালসমূহের মাঠ মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি" অনুসরণপূর্বক এসসিএ কর্তৃক বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখ্য ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতের লোকেশনওয়ারী প্রাপ্ত জীবনকালের ভিত্তিতে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের কম) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৮ জাতের সাথে এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিন বা তার বেশী) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৯ জাতের সাথে অঞ্চল ও কোড ভিত্তিক গড় ফলনের Heterosis % বিশ্লেষন করা হয়।

সভায় আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক বিভিন্ন জাতের গোপনীয় কোড নম্বর উম্মুক্ত করা হলে তা উপস্থিত সকল সদস্য এবং কোম্পানীর প্রতিনিধিবৃন্দকে জানিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর ট্রায়ালকৃত ফলাফলের ভিত্তিতে যে সকল জাত পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে এবং ১ম ও ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis % এর গড় ফলন উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% এর অধিক পাওয়া গিয়েছে (একের অধিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে) শুধু সে সকল জাত সাময়িক নিবন্ধণের জন্য প্রস্তাব করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের আলোকে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ১ ঃ ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়া সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাতগুলোকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে আমন মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

(ক) কোয়ালিটি সীড কোং এর কোয়ালিটি-১ (WHTSC-1) হাইব্রিড জাতটি চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৭৬২ ও এইচ-৮২৭)।

(খ) পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এর ২৭৬৩১ (Pioneer27P31) হাইব্রিড জাতটি চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৭৪৬ ও এইচ-৮৩৮)।

(গ) কৃষিবিদ ফার্ম লিঃ এর কৃষিবিদ সীড হাইব্রিড ধান-১ (KRF-901) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৭২৮ ও এইচ-৮১২)।

(ঘ) লিলি এন্ড কোং এর লিলিমতি সুগন্ধি ধান (CNR-203) হাইব্রিড জাতটি চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৭৪৭ ও এইচ-৭৯৭)।

(ঙ) ইস্পাহানী ফুডস লিঃ এর দূর্জয় (IS 30) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৭২৩ ও এইচ-৮৩৪)।

(চ) সুপার সীড কোং এর সুপার-১ হাইব্রিড ধান বীজ(JF-901) জাতটি ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫৯১ ও এইচ ৮৩৫)।

(ছ) কৃষি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এর যমুনা-২ (QDR-7) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৭১৭ ও এইচ-৮০৩)।

সিদ্ধান্ত ২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরনে ৩ বছরের পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত জাতগুলি অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে দুই বছরের (Best Two) গড় ফলন বিবিচনায় এনে চেকজাত থেকে ২০% এর বেশী হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলোকে অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

(ক) বায়ার ক্রপ সায়েন্স লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত অ্যারাইজ তেজ (H 96110) হাইব্রিড জাতটি চট্রগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪৭৪ ও এইচ-৮১৭)। উল্লেখ্য যে এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, যশোর রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(খ) গেটকো এগ্রোভিশন লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত সচ্চল (RN001) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩৪৪ ও এইচ-৮৩৯)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(গ) ইস্পাহানী মার্সেল লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত নবীন (IS-1) হাইব্রিড জাতটি রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৬৯৬ ও এইচ-৮২৩)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(ঘ) ইস্পাহানী মার্সেল লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত দূর্বার (IS-2) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৬৯৮ ও এইচ-৮২৯)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(ঙ) ব্র্যাক এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত শক্তি-৩ (ব্র্যাক-৬) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ এবং রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৫০, এইচ-৭৫৪ ও এইচ-৭৯৪)। উল্লেখ্য যে,এ জাতটি ইতোপূর্বে কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(চ) মালিক এন্ড মালিক সীড কোং এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত মালিক-১ (FL-2000-6) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৭২২ ও এইচ-৮০০)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

শর্ত ১ ঃ এক বছরের জন্য আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে এস সি এ'র পরীক্ষার পর বিক্রি করা যাবে। প্যাকেটের গায়ে বীজ উৎপাদনের বছর ও প্যাকিং এর তারিখ উল্লেখ করতে হবে। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধণ দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধণকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত ২ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধণ করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখপূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত ৩ঃবীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত M0U I Port arrival report বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে ?

শর্ত ৪ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভার আলোচ্য সূচী ৫(ঘ) এর সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক কোম্পানীর নামের সাথে মিল রেখে নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড জাতের বাণিজ্যিক নাম সংযুক্ত করে বাজারজাত করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪(ক) ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং আমদানীকৃত আলুর নয়টি সারি/ জাত যথা (১) 4.26W (২) 4.45W (৩) 5.183 (৪) Agila (৫) Atlas (৬) Elgar (৭) Steffi যথাক্রমে বারি আলু-৪০, বারি আলু-৪১,বারি আলু-৪২,বারি আলু-৪৩,বারি আলু-৪৪, বারি আলু-৪৫ ও বারি আলু-৪৬ নামে ছাড়করণ।

(১) বারি আলু-৪০ (4.26W) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকরায়ণ করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা খুব কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন নাই। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং হলুদ, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং ক্রিম। চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১১-১২ উৎপাদন মৌসুমে বারির ৬টি ষ্টেশনে যথা- গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, বগুড়া ও দেবীগঞ্জ ট্রায়াল বাস্ত বায়ন করা হয়। উক্ত ৬টি ষ্টেশনের মধ্যে ৪টি ষ্টেশনে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। ২টি ষ্টেশনে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test)সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(২) বারি আলু-৪১ (4.45W) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকরায়ণ করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা হালকা ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন কম। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু খাট ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং হালকা হলুদ, চামড়া মসৃন। চোখ মধ্যম গভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১১-১২ উৎপাদন মৌসুমে বারির ৬টি ষ্টেশনে যথা- গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, বগুড়া ও দেবীগঞ্জ ট্রায়াল বাস্ত বায়ন করা হয়। উক্ত ৬টি ষ্টেশনের মধ্যে ৫টি ষ্টেশনে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১টি ষ্টেশনে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্ত াবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(৩) বারি আলু-৪২ (5.183) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত সারিটি সংকরায়ণ করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সারিটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশী। পাতা খুব কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন মধ্যম। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু গোলাকার থেকে চ্যাপ্টা গোলাকার আকারের। আলুর রং গাঢ় লাল, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ মধ্যম অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষনায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মতই।

উক্ত জাতটি ২০১১-১২ উৎপাদন মৌসুমে বারির ৬টি ষ্টেশনে যথা- গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, বগুড়া ও দেবীগঞ্জ ট্রায়াল বাস্ত বায়ন করা হয়। উক্ত ৬টি ষ্টেশনের মধ্যে ৬টি ষ্টেশনেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test)সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(৪) বারি আলু-৪৩ (Agila)ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত জাতটি বিদেশ থেকে ইন্ট্রোডাকসনের (Introduction) মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে এবং জাতটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। চিকন কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি নেই। পাতা ঢেউ খেলানো নয় এবং মধ্য শিরা ও পত্রফলকে এন্থোসায়ানিন নাই। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রং হালকা হলুদ, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ হালকা অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১১-১২ উৎপাদন মৌসুমে বারির ৬টি ষ্টেশনে যথা- গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, বগুড়া ও দেবীগঞ্জ ট্রায়াল বাস্ত বায়ন করা হয়। উক্ত ৬টি ষ্টেশনের মধ্যে ৫টি ষ্টেশনে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১টি ষ্টেশনে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test)সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(৫) বারি আলু-৪৪ (Atlas) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত জাতটি বিদেশ থেকে ইন্ট্রোডাকসনের (Introduction) মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে এবং জাতটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি গাঢ়। পাতা মাঝারী ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় মধ্যম এবং পত্রফলক হালকা এন্থোসায়ানিন যুক্ত। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রং হালকা হলুদ, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং ক্রিম। চোখ হালকা অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১১-১২ উৎপাদন মৌসুমে বারির ৬টি ষ্টেশনে যথা- গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, বগুড়া ও দেবীগঞ্জ ট্রায়াল বাস্ত বায়ন করা হয়। উক্ত ৬টি ষ্টেশনের মধ্যে ৩টি ষ্টেশনে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ৩টি ষ্টেশনে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test)সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(৬) বারি আলু-৪৫ (Elgar) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত জাতটি বিদেশ থেকে ইন্ট্রোডাকসনের (Introduction) মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে এবং জাতটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা হালকা ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই। কিন্তু পাতা এন্থোসায়ানিন যুক্ত। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু খাট ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের । আলুর রং হলুদ, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং ক্রিম। চোখ হালকা অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত।

উক্ত জাতটি ২০১১-১২ উৎপাদন মৌসুমে বারির ৬টি ষ্টেশনে যথা- গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, বগুড়া ও দেবীগঞ্জ ট্রায়াল বাস্ত বায়ন করা হয়। উক্ত ৬টি ষ্টেশনের মধ্যে ৩টি ষ্টেশনে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ৩টি ষ্টেশনে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(৭) বারি আলু-৪৬ (Steffi)ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত জাতটি বিদেশ থেকে ইন্ট্রোডাকসনের (Introduction) মাধ্যমে খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে এবং জাতটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ জাতটির গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা হালকা ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।

আলু খাট ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং হালকা হলুদ, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট এবং কার্ডিনালের মত। উক্ত জাতটি ২০১১-১২ উৎপাদন মৌসুমে বারির ৬টি ষ্টেশনে যথা-গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, বগুড়া ও দেবীগঞ্জ ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ৬টি ষ্টেশনের মধ্যে ৫টি ষ্টেশনে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১টি ষ্টেশনে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test)সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র বারি'র প্রতিনিধিকে প্রস্তাবিত আলুর ৭টি জাতের তুলনামূলক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে ড. বিমল কুন্ডু, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর প্রস্তাবিত ৭ টি জাতের গবেষণা লব্ধ ফলাফলের সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় প্রস্তাবিত জাতগুলো ছাড়করণের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষিতে মোঃ আজিজুল হক, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি উল্লেখ করেন যে,বর্তমানে দেশে যে আলু উৎপাদন হচ্ছে তা এক দিকে আমাদের চাহিদার তুলনায় বেশী অপর দিকে এত আলু হিমাগারে রাখার মত সুযোগও নাই। এ ছাড়া বিশ্ব বাজারে আলুর বেশ চাহিদা রয়েছে। সম্প্রতি দেশে processing Industry হওয়ায় শিল্প খাতেও আলুর বেশ চাহিদা রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে ছাড়কৃত জাতগুলোর বেশীর ভাগই Table purpose এ ব্যবহার উপযোগী। বর্তমানে রপ্তানী ও শিল্পের চাহিদার উপর ভিত্তি করে জাত ছাড়করণের জন্য তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধূরী, সদস্য পরিচালক(শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে হিমাগারের সুবিধা কম থাকায় উৎপাদিত বেশীর ভাগ আলুই Ambient condition এ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আলু বেশী দিন রাখা যায় না। এতে আলুর weight loss বেশী হচ্ছে। জাত উদ্ভাবনে এ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে যাতে দেশীয় পদ্ধতিতে বা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করলেও weight loss কম হয় এবং ৭/৮ মাস সংরক্ষণ করা যায়। জনাব কামাল হুমায়ুন কবীর, পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি বলেন যে, বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতগুলোর ফলন চেক জাত থেকে বেশী এবং Dry Matter ও ২০% কাছাকাছি বলে মতামত প্রদান করেন। জনাব এ এইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, দেশে উৎপাদিত আলু বিদেশে রপ্তানীর

সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া দেশে কিছু Processing Industry স্থাপিত হচ্ছে। যে সকল জাত রপ্তানী যোগ্য এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী সে সকল জাতের ক্ষেত্রে ফলন কিছুটা ছাড় দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন আলু একটি ভিন্ন ধরনের ফসল। দেশে এর বহুবিদ ব্যবহার হচ্ছে। আলু বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে এবং দেশে আলুর উপর ভিত্তি করে বেশ কয়টি Agrobased Industry স্থাপিত হয়েছে। আলুর জাত উন্নয়ন ও মূল্যায়ণের সময় এর গুনাগনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে যাতে Table purpose এর উপযোগীসহ রপ্তানী ও প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী জাত পাওয়া যায়। সভাপতি মহোদয় আরো উল্লেখ করেন যে, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভাবিত 4.26W সারিটির Ambient condition এ weight loss এবং Rotten loss উভয়ই বেশী অপর দিকে কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভাবিত অন্য দু'টি সারি 4.45W ও 5.183সহ বিদেশী সারিগুলোর Ambient condition এ weight loss এবং Rotten loss অপেক্ষাকৃত কম এবং Dry Matter ২০% উপরে থাকায় Industry ব্যবহার উপযোগী হবে বলে এ সারিগুলো ছাড়করণের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত আলুর সাতটি সারির মধ্যে ৬টি জাত যথা (১) 4.45 W (২) 5.183 (৩) Agila (৪) Atlas (৫) Elgar (৬) Steffi যথাক্রমে বারি আলু-৪০, বারি আলু-৪১,বারি আলু-৪২,বারি আলু-৪৩,বারি আলু-৪৪ ও বারি আলু-৪৫ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪(খ) ঃ আলুর 4.15, 4.27, রেড ফ্যান্টাসী (Red Fantasy) এবং রেড ব্যারন (Red Baron) লাইন/ জাতগুলোর বিষয়ে কারিগরি কমিটির সুপারিশ।

কারিগরি কমিটির ৬৮তম সভায় কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি কর্তৃক প্রস্তাবিত আলুর ৯টি লাইন ছাড়করণের বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত ৯টি সারির মধ্যে 4.15, 4.27, রেড ফ্যান্টাসী (Red Fantasy) এবং রেড ব্যারন (Red Baron) সারিগুলোর ফলন বিভিন্ন লোকেশনে চেক জাত থেকে অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয় নাই। সভাপতি মহোদয় উক্ত জাতগুলোর ছাড়করণের বিষয়ে মতামত প্রদানের আহ্বান জানালে জনাব কামাল হুমায়ুন কবীর, পারিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি উল্লেখ করেন যে, একটি জাত ছাড়করণের জন্য ফলনের Minimum standard থাকা দরকার বা চেক জাত থেকে শতকরা কত ভাগ ফলন বেশী হলে ছাড়করণ করা হবে তার একটি নীতিমালা থাকা দরকার। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, জাতগুলো ফলনের দিক থেকে ভাল না তবে অন্য কোন ভাল দিক আছে কিনা তা দেখা যেতে পারে। জাতগুলো থেকে ভোক্তা পর্যায়ে কি কি সুবিধা পাওয়া যাবে এবং উক্ত জাতগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী কি না প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সভায় উপস্থাপন করা দরকার বলে সভাপতি মহোদয় মতামত দেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত আলুর চারটি লাইন যথা (১) 4.15 (২) 4.27 (৩) রেড ফ্যান্টাসী (Red Fantasy) ও (৪) রেড ব্যারন (Red Baron) ভোক্তা পর্যায়ে কি কি সুবিধা পাওয়া যাবে এবং জাতগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী কি না প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করবে (দায়িত্ব ঃ টিসিআরসি ও এসসিএ)।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত P.83-23 কৌলিক সারিটি বিএসআরআই আখ- ৪১ হিসেবে ছাড়করণ।

ইক্ষু গবেষণার বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ- ৪১ জাতের কান্ড (stalk) লম্বা, মোটা আকারের এবং রং পাটল বর্ণের সবুজ (pinkish green) পর্ব মধ্য (internode) সিলিন্ডার (cylindrical) আকৃতির। কান্ড নরম এবং ফাঁপা (pipe) দেখা যায়। কর্কি প্যাচ (coreky patch), আইভরি মার্কিং (ivory marking) এবং বাড গ্রুব (bud grove) দেখা যায়। পাতা মাঝারি চওড়া ও গাঢ় সবুজ রঙ এর। কচি পাতা খাড়া তবে অধিকাংশ পুরাতন পাতা হেলে পড়ে। পাতার খোলে হুল দেখা যায় না। ভিতরের অরিকল (inner auricle) ল্যানসিওলেট (lanceolate) এবং বাহিরের অরিকল (outerauricle) ডেলটয়েড (deltoid) আকৃতির। এ জাতের ইক্ষুতে মাঝে মাঝে ফুল দেখা যায়। পরীক্ষাকালিন সময়ে ঈশ্বরদী ৪১, ঈশ্বরদী ২৪ ও সিও ২০৮ এ হেক্টর প্রতি ফলন যথাক্রমে ১০৮.৩১-১৫৯.২৪, ৮৭.৮৩-১০৭.৩০ এবং ৫৭.৭৯-৬৭.৫৩ টন পর্যন্ত পাওয়া গেছে। গুড়ের গুনগত মান ভাল। ইহা একটি মাধ্যম পরিপক্ক জাত। জাতটির খরা সহিষ্ণু ক্ষমতা বেশি। উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ মৌসুমে ঢাকা অঞ্চলের ৩টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৩টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় বিএসআরআই এর প্রতিনিধিকে প্রস্তাবিত আখের জাতটির তুলনামূলক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে মোঃ নূরে আলম, এস ও বিএসআরআই প্রস্তাবিত জাতের গবেষণা লব্ধ ফলাফলের সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। মহা পরিচালক, বিএসআরআই উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী এবং সাথে সাথে গুড় তৈরী করার জন্যও ভাল। এই জাতটি লাল পচা, উইল্ট ও স্মাট রোগ প্রতিরোধী এবং পোকা মাকড়ের আক্রমণও কম। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এটা একটি খরা সহিষ্ণু জাত। সদস্য পরিচালক(শস্য), বিএআরসি বলেন যে, লালপচা রোগ প্রতিরোধী একটি কঠিন বিষয় তবে জাতটি চিবিয়ে খাওয়া এবং গুড় তৈরী উপযোগী হলে ভাল। পরিচালক, এস সি এ উল্লেখ করেন যে, চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী ভাল জাতের সংখ্যা কম এবং রোগবালাই ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ কম বিধায় ছাড়করণ করা যেতে পারে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি লালপচা রোগ প্রতিরোধী সক্ষম একটি ভাল দিক। তা ছাড়া Sucrose% ও ভাল এবং চেক জাত থেকে ফলন ও প্রায় দ্বিগুন। ফলে ছাড়করণের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত P.83-23 কৌলিক সারিটি বিএসআরআই আখ৪১ হিসেবে ঢাকা অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত PBRC-37 কৌলিক সারিটি বিনাধান-১০ হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ।

বিনা'র বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত বিনাধান-১০ এর কৌলিক সারিটি ইরি-বিনা সহযোগিতার আওতায় সংগ্রহ করা হয়।কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে লবণাক্ত (১০-১২ডিএস/মিটার) এলাকায় এবং লবনমুক্ত স্বাভাবিক জমিতে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় এবং চেক জাত বিনাধান-৮ এর চেয়ে ৫-১০ দিন আগে পাঁকায় জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। ধানের দানা লম্বা ও মাঝারী। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সে.মি.। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করলে এ জাতের জীবনকাল ১২৮-১৩৩ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৪.৫ গ্রাম। জাতটি লবণ সহিষ্ণু এবং আলোক অসংবেদনশীল জাত বলে দেশের লবণাক্ত অঞ্চলে ও স্বাভাবিক জমিতে বোরো ও আমন দুই মৌসুমেই রোপন করা যায় এবং লবনাক্ত অবস্থায় প্রতি হেক্টরে ৫.০-৫.৫ টন ও লবনাক্ত না হলে ৭.৫-৮.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

উক্ত জাতটি ২০১১-১২ মৌসুমে যশোর অঞ্চলে ৪টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৪টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে জনাব মির্জা মোফাজ্জল করিম, পিএসও এবং প্রধান বায়ো টেকনোলজি বিভাগ, বিনা জাতটির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্টের সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপনপূর্বক উল্লেখ করেন যে, এ লাইনটি ১২ ডিএস/মি.পর্যন্ত লবণাক্ততা সহনশীল এবং গুনাগুন অন্যান্য লবণাক্ততা সহনশীল জাত অপেক্ষা অধিকতর ভাল। আব্দুস সালাম, পরিচালক (গবেষণা) বিনা উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত সারিটি বিনা ধান-৮ থেকে অধিকতর লবণাক্ত সহিষ্ণু এবং এক সপ্তাহ আগাম। এ ছাড়া ফলনও বিনা ধান-৮ থেকে বেশী। লাইনটি ছাড় করা হলে এর জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং চাষী ভাইরা তাড়াতাড়ি গ্রহণ করবে। পরেশ কুমার রায়, আর এফ ও, যশোর উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন স্থানে ট্রায়াল প্লটে ৮.৫ ডিএস/মি. থেকে ১১.৫ ডিএস/মি. পর্যন্ত লবণাক্ততা পাওয়া যায় এবং ট্রায়ালকৃত সকল স্থানে প্রস্তাবিত লাইনটির ফলন চেক জাত বিনা-৮ থেকে বেশী পাওয়া যায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত লাইনটির লবণাক্ত সহনশীলতা অন্যান্য জাত থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী। জনাব মোঃ শমসের আলী, পরিচালক(গবেষণা) ব্রি, উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত সারিটি বোরো ও আমন মৌসুমে আবাদ উপযোগী বলা হলেও শুধু মাত্র বোরো মৌসুমে মূল্যায়ণ ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সারিটির জীবনকাল অস্বাভাবিক কম বলেও তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন যে, প্রস্তাবিত সারিটির জীবনকালের বিভিন্ন পর্যায় কত লবণাক্ততা ছিল তার উল্লেখ থাকা দরকার। এ বিষয়ে কামাল হুমায়ুন কবীর, পরিচালক, টিসিআরসি, বারিও একই মত প্রকাশ করেন। সদস্য পরিচালক (শস্য) আরো উল্লেখ করেন যে, লবণাক্ত সহনশীলতার পাশাপাশি রোগবালাই ও পোকাকাড়ের সহনশীলতার তথ্যও থাকা দরকার। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বিনার প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ দেন এবং উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে এ যাবৎ এ মাত্রায় (১২-১৪ ডিএস/মি.) লবণাক্ত সহনশীল জাত পাওয়া যায় নাই এবং Vegetative and Reproductive stage এ মাত্রায় (৮-১২ ডিএস/মি.) লবণাক্ত সহনশীল একটি Significant বিষয়। বাংলাদেশে বর্তমানে Valuerable ecosystem এ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য অধিকতর লবণাক্ততা সহনশীল জাত উদ্ভাবন করা দরকার বলেও তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত PBRC-37 কৌলিক সারিটি বিনা ধান-১০ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ আখের বীজ প্রত্যয়ন ও বীজ মান নিয়ন্ত্রণ।

"আখ" নোটিফাইড ফসলের তালিকা ভুক্ত হওয়ায় বীজ আইনের আলোকে আখের বীজ প্রত্যয়ন ও বীজ মান নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক। বর্তমানে বীজ আইনের আলোকে অন্যান্য নোটিফাইড ফসল যেমন- ধান, পাট, গম ও আলুর বীজ প্রত্যয়ন ও বীজমান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়া নতুন জাত ছাড়করণের অংশ হিসাবে DUS কার্যক্রম ও চালু আছে। আখ নোটিফাইড ফসলের অন্তর্ভূক্ত বিধায় এর বীজ প্রত্যয়ন ও বীজমান নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি নতুন জাত ছাড়করণের অংশ হিসাবে DUS Test চালু করা দরকার। এ বিষয়ে কারিগরি কমিটির ৫২তম সভার আলোচ্য বিষয়-৪ (২) মোতাবেক আখ ফসলের বীজ প্রত্যয়ন ও DUS Test কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে একটি আলোচ্য সূচি কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপনসহ বিএসআরআই এর মাধ্যমে এসসিএ এর মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের আখ ফসলের উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত মে ১২, ২০১০ তারিখে Workshop on DUS Test character selection of sugarcane and sugarcane certification system" শিরোনামে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় সুপারিশসহ কার্যবিবরণী এ সভায় উপস্থাপন করা হলে; পরিচালক, এসসিএ, উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে আখের শুধু মাঠ মান নির্ধারণ করা আছে। বীজমান ও নির্ধারণ করা দরকার। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, মাঠমানে আখের পৃথকীকরণ দূরত্ব ২ মিঃ নির্ধারণ করা আছে যা পাশ্ববর্তী দেশ ভারত ৫মিঃ। ২মিঃ পৃথকীকরণ দূরত্বে সহজেই বিভিন্ন রোগ Contamination হতে পারে বলেও তিনি মতামত দেন। এ প্রসংগে জনাব খায়রুল বাসার, মহা পরিচালক,বিএসআরআই উল্লেখ করেন যে, গত মে ১২,২০১০ তারিখে এসসিএ ও বিএসআরআই এর যৌথ উদ্যোগে আখের DUS Test ও বীজ প্রত্যয়নের উপর দিন ব্যাপি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে কার্যক্রম শুরু করা দরকার। তিনি পৃথকীকরণ দূরত্ব ৫মিঃ রাখা বেশ কঠিন। তবে বর্তমান মাঠমান review করা যেতে পারে বলে মতামত দেন। সদস্য পরিচালক(শস্য) উল্লেখ করেন যে, বিএসআরআই, এসসিএ ও বিএসএফআইসি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। উক্ত কমিটি আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি, DUS Test ও বর্তমান মাঠমান review পূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রনয়ণ করে কারিগরি কমিটির সভায় দাখিল করবে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, আখ অন্যান্য ফসল থেকে ভিন্নতর এবং ভারতের মাঠমানের সাথে আমাদের মাঠমান হুবহু এক রকম নাও হতে পারে। তবে কমিটির মাধ্যমে আখের মাঠমান review সহ বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি, DUS Test এর কার্যক্রমের উপর একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করা যেতে পারে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচানার পর নিম্ন বর্ণিত সদস্যদের নিয়ে একটি উপ কমিটি গঠন করা হয়।

১।	সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি, ঢাকা	আহবায়ক
২।	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ২ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৩।	বাংলাদেশ চিনি এবং খাদ্য শিল্প সংস্থা এর ২ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৪।	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২ জন প্রতিনিধি	সদস্য

সিদ্ধান্ত ঃ গঠিত উপকমিটি আখের বীজ প্রত্যয়ন ও DUS Test পদ্ধতি প্রনয়ণ করবে এবং বর্তমান মাঠমান পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশমালা প্রনয়ণ করে কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন করবে।

আলোচ্য বিষয়-৮ বিবিধ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৩তম সভার আলোচ্য সূচী-২ মোতাবেক হাইব্রিড ধান জাত নিবন্ধণ এর বর্তমান নীতিমালা মূল্যায়ণ করে প্রয়োজনে stakeholder এর সাথে আলোচনা করে নীতিমালা যুগোপযোগী করা এবং পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে Best Two Years গড় করা হবে অথবা সব বছরের ফলনের গড় করা হবে প্রভৃতি বিষয়ে কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশমালা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ বিষয়ে কারিগরি কমিটির ৬৭তম সভায় সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসিকে আহবায়ক করে ৪(চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি গত সেপ্টেম্বর ২৮,২০১১ ও ফেব্রুয়ারী ২৩,২০১২ তারিখ পরপর দু'টি সভা করে এ বিষয়ে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করে দাখিল করেন। উক্ত সুপারিশমালাটি সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

সিদ্ধান্ত ঃ হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধনপূর্বক প্রনয়ণকৃত সুপারিশমালাটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(এ এইচ ইকবাল আহমেদ)
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
ও
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ড. ওয়ায়েস কবীর)
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ও
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।